ক্ষোভ থেকে বিক্ষোভ, বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ

কয়েদীর পোষাকে কেমন আছেন আল্লামা সাঈদী?

সেইভ জাস্টিজ-২

কয়েদীর পোষাকে

কেমন আছেন আল্লামা সাঈদী ?

কুরআনের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সারা বিশ্বে মুক্ত বিচরণ করেছেন, আজ তিনি কারাগারে ফাঁসির সেলে বন্দী।

সেইভ জাস্টিজ-২

মূল্য ২৫ টাকা

খুলে নিলো সুন্নতি লেবাস

আল্লামা সাঈদী আছেন কয়েদীর পোশাকে, না আছে সেই টুপি আর না আছে পাজামা পাঞ্জাবী

বিশ্বখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদানের পর ৬ই মার্চ ২০১৩ বুধবার প্রথমবারের মতো পরিবারের সদস্যরা তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আল্লামা সাঈদীর সহধর্মিনী, দু'ছেলে মাসুদ সাঈদী ও নাসিম সাঈদী এবং বড় দুই পুত্রবধূ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আল্লামা সাঈদীর পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, সাক্ষাতের সময় তাদের এবং মাওলানা সাঈদীর মাঝখানে একটি লোহার গ্রিল এবং নেট ছিল। মাওলানা সাঈদীকে তারা স্পর্শ করতে পারেননি। গ্রিলের অপর পাশে একটি চেয়ারে বসা ছিলেন মাওলানা সাঈদী। তার পরনে ছিল কয়েদীদের পোশাক। নিজের ব্যবহার্য মাথার টুপি ছিল না। ছিল না পরনে তার চিরাচরিত সাদা পাজামা এবং পাঞ্জাবী।

মাওলানা সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী জানান, তাকে সাধারণ কয়েদীদের খাবার দেয়া হচ্ছে। একটি পেপার তিনি পড়ার সুযোগ পান। গতকাল পৌনে একটা থেকে আধাঘন্টার মতো সময় তারা তাকে দেখার সুযোগ পান। মাসুদ সাঈদী জানান, আব্বা সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। তিনি যেন ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে প রেন। ঈমানের পরীক্ষায় যেন ধৈর্য ধারণ করতে পারেন সেজন্য দোয়া চেয়েছেন। তার মৃত্যুদন্ডের রায়কে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রায় দেড়'শর মতো মানুষের শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত ব্যথিত এবং মর্মাহত হয়েছেন বলে জানান মাসুদ সাঈদী। যারা শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারের প্রতি দোয়া করেছেন তিনি।

আমি নির্দোষ, আল্লাহ সাক্ষী , আমি নির্দোষ :

মাওলানা সাঈদী এ সময় পরিবারের লোকদের সান্তনা দিয়ে জানান, যুগে যুগে নবী রসূল এবং ঈমানদারদের ওপর পরীক্ষা এসেছে। অসংখ্য নবী-রাসূলকে অতীতে ইহুদী ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করেছে। নবীর সাহাবাদের তারা হত্যা করেছে, জুলুম করেছে তাদের ওপর। কিন্তু সত্যের বিজয় একদিন হবেই। আমি নির্দোষ। আল্লাহ সাক্ষী আমি নির্দোষ। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সাথে হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধান আমার। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এক বর্ণও সত্য হলে আমি যেন ঈমান নিয়ে মরতে না পারি এবং রাসূলের (স.) শাফায়াত যেন আমি না পাই।

মাওলানা সাঈদী তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি নসিহত করে বলেন, তোমরা ঈমানের ওপর থাকবে। সত্য সুন্দরের পথে জীবন কাটাবে। আমার নসিহত মেনে চলবে।

আল্লামা সাঈদীর সাথে স্বজনদের সাক্ষাৎ

ফাঁসীর সেলে কেমন আছেন আল্লামা সাঈদী

কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় হারালেন মা, পিতার উপর জঘন্য মিথ্যাচার সহ্য করতে না পেরে ট্রাইব্যুনালেই হার্ট এ্যাটাক করে মৃত্যুও কোলে ঢলে পড়লেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাফীক বিন সাঈদী, ফাঁসির রায় ঘোষণার আগে দ্বিতীয় সন্তান শামীম সাঈদীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। জামিনে মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বের হওয়া মাত্র আবারও গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হলো শামীম সাঈদীকে। দ্বিতীয় বার জামিন পাওয়ার পর কারাগার থেকে বের হয়ে আসলে তাকে পুনরায় ভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নেয়া হয়। সাঈদী পরিবারের উপর চলছে জুলুম, নিপীড়ন। কারাভ্যন্তরের নির্জন কনডেম সেলে নিঃসঙ্গ একাকিত্ব বন্দী জীবন যাপন করছেন তিনি নিজে। এসব যন্ত্রণাকাতর ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে বিশ্ব নন্দিত মুফাস্সিরে কুরআন আল্লামা সাঈদী কেমন আছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যার আহ্বানে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত বিশ্ব মুসলিম :

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে তার মামলা চূড়ান্ত শুনানীর অপেক্ষায়। মামলার দিক নির্দেশনার জন্য আমরা তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। এ কারাগারের কনডেম সেলে আল্লামা সাঈদী বন্দী জীবন যাপন করছেন। বিগত ৫০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ যিনি বিশ্বের অগনিত মানুষের নিকট কুরআনের আহ্বান পৌঁছিয়েছেন, যার তাফসীর শুনে বহু সংখ্যক মানুষ আলোর পথের সন্ধান পেয়েছেন, যার বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত কুরআনের মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছে, কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের মানুষ যার কণ্ঠে কুরআনের আহ্বান শুনে হয়েছেন উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত। এ জালেম সরকার বিগত ৩ বছর যাবৎ তাকে কারাগারের লৌহ পিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছে। মিথ্যা মামলা দায়ের করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সরকার। নিজের স্ত্রী, সন্তান, স্নেহময়ী নাতি-নাতনিদের পরশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ইসলামপ্রিয় অগনিত মানুষকে তাফসীর শুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কারাভ্যন্তরের অন্ধ প্রকোষ্ঠে থেকেও যিনি কুরআনের ময়দানে বিচরণ করেন, পথহারা মানুষকে আবারো আলোর সন্ধান দেয়ার জন্য যিনি উদগ্রীব তাকে বন্দী করে রাখা সম্ভব হলেও তার হৃদয় বিচরণ করছে অগনিত মানুষের মাঝে।

ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আল্লামা সাঈদীর পক্ষে আপীল করা হয়েছে। মামলার শুনানীর জন্য তার দিক-নির্দেশনার উদ্দেশ্যে এর আগেও কারাভ্যন্তরে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। ২৫ মে এটা তার সাথে ২য় সাক্ষাৎ। এ সাক্ষাৎকারের সময় আমরা তিনজন

আইনজীবী উপস্থিত ছিলাম। অন্য দু'জন হলেন জনাব মনজুর আহমদ আনসারী ও জনাব এ.এস.এম কামাল উদ্দিন আহমদ।

এ সাক্ষাতের সময় তিনি শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। শরীরে ছিল প্রচন্ড জ্বর। মাথা, পিঠ, কোমর ও হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা। জ্বরে তিনি কাতরাচ্ছিলেন। তবুও মনের জোরে আমাদের সাথে কথা বলেছেন। মামলা পরিচালনার নির্দেশনা দিয়েছেন। সত্যের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য আইনজীবীদের উৎসাহিত করেছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের খোঁজখবর নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সরকারি ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যারা স্বতস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করে জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য কাতর কণ্ঠে, বিনীতভাবে মহান প্রভুর দরবারে দোয়া করেছেন। সমবেদনা জানিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের সময় তার প্রতিটি শব্দ, বাক্য আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। দ্বীনের প্রতি তার জীবন উৎসর্গ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে উদ্বেলিত করেছে। ৪০ মিনিটের সাক্ষাৎকালে তিনি তার মনের অনেক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

প্রতিধ্বনিত হল সালাম "আসসালামু আলাইকুম" :

সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়েছিল। আমরা নির্ধারিত সময়েই কারা ফটকে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আল্লামা সাঈদীকে ডেপুটি জেলারের কক্ষে এনে আমাদেরকে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদেরকে দেখামাত্রই "আসসালামু আলাইকুম" বলে তিনি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। তার কণ্ঠে উচ্চারিত সালাম ডেপুটি জেলারের কক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। প্রচন্ড জ্বরে তার শরীর কাঁপছিল। তার সাথে কোলাকুলি করার জন্য হাত ধরতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার নাক দিয়ে গরম বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। কোলাকুলির সময় সে উষ্ণ বাতাস আমার শরীরের পোশাক ভেদ করে গা স্পর্শ করলো। নাকের প্রবাহিত গরম বাতাসে আমি আশ্চর্য হলাম। জ্বরে তার গোটা শরীর পুড়ে যাচ্ছিল। একে একে আমাদের তিন জনের সাথে কোলাকুলি করলেন। এরপর তার জন্য নির্ধারিত আসনে বসে তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন। তার ঠোঁট কাঁপছিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মনের জোরে তিনি এ কারাগারের নিভৃত কুঠরিতে বন্দী জীবনের নিঃসঙ্গ, একাকীত্বের কথা প্রকাশ করছিলেন।

বিশ্ব বরেণ্য কুরআনের প্রচারক আজ বাতিলের কারাগারে :

তার এ অসুস্থ শরীর দেখে বার বার আমাদের হৃদয় হাহাকার করে উঠছিলো। কুরআনের সম্মান, মর্যাদা রক্ষা ও কুরআনের সুমহান আদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সারা বিশ্বে বিচরণ করেছেন আজ তাকে কারাগারে আটক রেখেছে এ জালেম সরকার। প্রচন্ড জ্বরের অবস্থায় যখন তার সেবা, পরিচর্যা ও খেদমতের প্রয়োজন- তখন তার পাশে আপনজন বলতে কেউ নেই। স্ত্রী-পুত্র, পুত্রবধূ, আদরের নাতি-নাতনী সকলেই তার সান্নিধ্য থেকে দূরে, অনেক দূরে। পিপাসায় তার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছিল। তিনি এক গ্লাস পানি পান করতে চাইলেন। ডেপুটি জেলার তাকে এক গ্লাস পানি পান করতে দিলেন। তিনি তা তৃপ্তির সাথে পান করে "আলহামদুলিল্লাহ" পড়লেন। প্রচন্ড জ্বরে

আক্রান্ত শরীরের জন্য প্রয়োজন ছিল শরবত পান করার। কিন্তু এই অন্ধ কারা প্রকোষ্ঠে সে চাহিদা পূরণ করার কোনো সুযোগ নেই। তার এই কষ্ট সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে উদ্যত হলেই তিনি বললেন, "দুনিয়ায় অনেক নবী ও রাসূল দ্বীনের জন্য যে কষ্ট করেছেন সে তুলনায় আমার এ কষ্ট কিছুই নয়। তোমরা দোয়া করো আল্লাহ যেন আমার ধৈর্যশক্তি বাড়িয়ে দেন। ঈমানের পরীক্ষায় আল্লাহ যেন আমাকে উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফিক দেন।"

এ অভিযোগের সাথে আমার হাজার-কোটি মাইলের ব্যবধান :

তিনি জানতে চাইলেন তার মামলার অবস্থা। আমরা তার মামলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে মামলার 'সামারি' জমা দেয়ার কথা তাকে অবহিত করা হলো। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উল্লেখ করে বললেন, "এসব অভিযোগের হাজার কোটি মাইলের মধ্যেও আমার কোনো অবস্থান ছিল না।" তিনি যুক্তি দিয়ে সত্যকে তুলে ধরার জন্য আইনজীবীদের পরামর্শ দিলেন। তার পক্ষে স্বাক্ষী দিতে এসে ৫ নভেম্বর'১২ ট্রাইব্যুনালের ফটক থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা অপহৃত হন সুখরঞ্জন বালী। স্বাক্ষীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ছিনিয়ে নেয়ার প্রতিবাদে সেদিন আইনজীবীগণ আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে ব্যর্থ হন। ঐদিন আইনজীবীগণ সাঈদীর পক্ষের স্বাক্ষীকে অপহরণ করার প্রতিবাদে আদালত বর্জন করেন। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনজীবীদের এই ভূমিকায় তাদের বিরুদ্ধে 'কারণ দর্শানোর' নোটিশ জারী করেন। একজন স্বাক্ষীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হলো তার জন্য কিছুই করা হলো না আর প্রতিবাদে আইনজীবীরা আদালত বর্জন করায় 'কারণ দর্শানোর' নোটিশ পেলেন।

সুখরঞ্জন বালীকে অপহরণের পর আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম :

সেদিন থেকে সুখরঞ্জন বালীর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। বালীর পরিবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো প্রতিকার পায়নি। অতি সম্প্রতি নিউ এইজ পত্রিকায় সুখরঞ্জন বালী ভারতের কারাগারে আটকের খবর প্রকাশিত হয়। এরপর প্রতিটি পত্রিকায় এ সংবাদ পরিবেশিত হয়। আল্লামা সাঈদী কারাগারে তার জন্য নির্ধারিত ইত্তেফাক পত্রিকা পড়ে সুখরঞ্জন বালীর ঘটনা জানতে পারেন। পত্রিকায় বালীর ঘটনা পড়ে তিনি বিস্মিত হন। আমাদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বললেন, "সুখরঞ্জন বালী তার জীবনকে মৃত্যুর সাথে বাজি রেখে আমার পক্ষে স্বাক্ষী দিতে এসেছিল। সে তার স্ত্রী, সন্তান, পরিবার, পরিজনের মায়া-মমতা ত্যাগ করে আমার জন্য ঝুঁকি নিয়েছিল। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাকে অপহরণের পর আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। তার বেঁচে থাকার খবর শুনে আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও মিডিয়ার প্রতি আহ্বান জানাই তার জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। বালীকে স্বাক্ষ্য দিতে না দিয়ে সরকার আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা জাতি জানতে পেরেছে। সে সত্য বলতে এসে মৃত্যুর মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আপীল শুনানীকালে তার বিষয়ে আইনী দিক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।"

আমার সেল থেকে ৫০ কদম দূরে ফাঁসির মঞ্চ :

আমরা তার সামগ্রিক অবস্থা জানতে চাইলে তিনি নিঃসঙ্গ, একাকিত্ব কারা জীবনের হৃদয় বিদারক দৃশ্যের কথাগুলো ব্যক্ত করলেন। তিনি জানালেন, তাকে যে সেলে রাখা হয়েছে তার পার্শ্বে আরো ৭টি কক্ষ। যেখানে ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের রাখা হয়। এখন ৭টি কক্ষই ফাঁকা। তিনি একটি কক্ষে অবস্থান করছেন যার আয়তন দু'টি কবরের সমতুল্য। তার সেল থেকে মাত্র ৫০ কদম দূরেই ফাঁসির মঞ্চ। এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার জন্যই ফাঁসির আসামীদের এভাবে রাখা হয়। কিন্তু আল্লামা সাঈদী বলেন, "আমি কোনো যন্ত্রণাই অনুভব করিনা। আমার জীবন, মৃত্যু এবং বেঁচে থাকা সবকিছুই আল্লাহর জন্য।"

এই পরিবেশে নামাজ আদায়ে কষ্ট হচ্ছে :

তিনি আরো বললেন, তার কক্ষের ফ্লোর এবড়ো-থেবড়ো এবং উঁচুনিচু। এতে শুতে খুবই কষ্ট হয়। মাথায় দেয়ার জন্য তার কোনো বালিশ নেই। বিছানার জন্য কোনো উপযোগী বিছানাপত্র নেই। সেলের ভিতরে টয়লেটটি এমন জায়গায় যেটিকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করতে হয়। এই পরিবেশে নামাজ আদায়ে তার কষ্ট হচ্ছে। মহান আল্লাহকে এ পরিবেশে সিজদা করতে হৃদয়ে এক অস্বস্তিকর বেদনা অনুভব করি। তিনি আরো জানালেন, অধিকাংশ সময় কুরআন তেলাওয়াত ও তাফসীর গ্রন্থ পড়ে সময় কাটে তার। দেশ ও জাতির জন্য এবং ইসলামপ্রিয় মানুষের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলে দোয়া করেন। এভাবেই ফাঁসির সেলে তার ৮৬তম দিন অতিবাহিত হলো (২৫ মে পর্যন্ত)।

আমার প্রত্যাশা ছিল মৃত্যুর পর রাফীক আমার জানাযা পড়াবে :

তার পরিবারের প্রসঙ্গ আসলে তিনি বললেন, "প্রত্যেক সন্তানই আল্লাহর নেয়ামত। আমার বড় ছেলে রাফীক বিন সাঈদী ছিল এক রত্ন। আমি তার মুখেই প্রথম আব্বু ডাক শুনেছিলাম। তাকে আমি একজন মুফাস্সিরে কুরআন হিসেবে তৈরি করেছিলাম। আমার প্রত্যাশা ছিল মৃত্যুর পর সেই আমার জানাযা পড়াবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার আগেই উঠিয়ে নিলেন। আমার দ্বিতীয় ছেলে শামীম সাঈদী অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, ভদ্র ও নিরীহ। সে কখনো কাউকে শক্ত কথা বলতে শেখেনি। তাকে কারাগারে আটক রেখে সরকার তার উপর চরম জুলুম করছে। তার ছোট্ট ছোট্ট সন্তানগুলোকে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। এটা আমার জন্য আরেকটি বেদনা।"

তৃতীয় ছেলে মাসুদ সাঈদীর কথা বলতেই তিনি আবেগে অপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "সন্তান পিতামাতার কাছে চিরদিন ঋণী থাকে। কোনো সন্তানই বাবা-মায়ের হক আদায় করে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু আমার মনে হয় মাসুদ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আমি ভাবি আমি আমার সন্তান মাসুদের নিকট ঋণী হয়ে যাচ্ছি। সে আমার জন্য যা করেছে তা কোনো সন্তান তার পিতার জন্য করতে পারে না। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। দোয়া করছি আল্লাহও যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। মাঝে মাঝেই সে কারাগারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি শুনতাম মাসুদ কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আসতো এই কথা মনে করে যে, হয়তো আব্বার সাথে সাক্ষাৎ হবে।" তিনি তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নাসিম সাঈদীর কথাও বললেন। নিতান্তই শান্ত গোছের এই ছেলেটিও তার পরিবারের জন্য নিয়মিত দোয়া করছেন বলে জানালেন।

আমাদের শোনালেন ইসলামের ইতিহাসে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা :

আমরা তার শারীরিক অবস্থা ও সামগ্রিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি হযরত খুবাইব (রা)-এর উদাহরণ দিয়ে বললেন, "হযরত খুবাইব ইবনে আদি (রা) কে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করতে করতে শুলীকাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি দু-রাকা'আত নামাজ আদায়ের জন্য তাদের কাছে সময় চেয়েছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে দু-রাকা'আত নামাজ আদায় করে তিনি বলেছিলেন, নামাজ দীর্ঘ করলে তোমরা বলবে আমি মরণ ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করছি। সংক্ষিপ্ত দু-রাকা'আত নামাজ শেষ করে তিনি বধ্যভূমির দিকে যাত্রা করেন। তাকে হত্যার জন্য মক্কার হারাম শরীফের অদূরে 'তানঈম' নামক স্থানে একটি গাছে শুলীকাঠ ঝুলানো হয়েছিল। সেই গাছটির নিকট যখন তিনি পৌঁছলেন তখন বললেন, আমি যদি মুসলমান অবস্থায় নিহত হই তাহলে আমার মৃতদেহ কোন পার্শ্বে পড়ে থাকবে সে ব্যাপারে আমার কোনো পরোয়া নেই। এ যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহর পবিত্র সত্তার প্রেমের পথে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খন্ড বিখন্ড দেহের উপরেও করুণা বর্ষণ করতে পারেন। হযরত খুবাইবকে শুলীতে ঝুঁলিয়ে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল। তার শরীর থেকে কাফের মুশরিকরা হাত এবং পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। তার সে শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা।"

আল্লাহ যেন ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফিক দেন :

আল্লামা সাঈদী বললেন, "আল্লাহ যদি আমাকে তার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করেন, সেটাই হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া। আল্লাহ যদি আমাকে শহীদি মৃত্যু দেন তাহলে আমার শরীরের পরিস্থিতি কী, কিংবা কোন অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে তা আমি ভাবি না। আমি দেশবাসীর নিকট দোয়া চাই। যাতে আল্লাহ আমাকে উত্তম ধৈর্যধারনের এবং ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তাওফিক দেন।" আল্লামা সাঈদী দেশবাসীর নিকট তার সালাম পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ করেন।

আল্লামা সাঈদী আবারো কুরআনের ময়দানে ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ :

ইতোমধ্যেই আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য বরাদ্দকৃত সময় শেষ হয়ে গেছে। জেল কর্তৃপক্ষ তাগিদ দিলেন কথা শেষ করতে। আল্লামা সাঈদী উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন, আমার হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আমার হাত ধরে প্রধান ফটকের মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে এসে পৌঁছলেন। ডানদিকের গেট দিয়ে তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে, বামের গেট দিয়ে আমাদের বের হতে হবে। আমরা পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তার নিকট থেকে বিদায় নিলাম। একজন কর্তব্যরত প্রহরীর হাতে ভর দিয়ে আল্লামা সাঈদী ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমরা বের হয়ে আসার সময় মনে পড়লো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এ কারাগার। আজ এক কুরআন-সৈনিককে এখানে আটক রাখা হয়েছে। যিনি অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নিজের কণ্ঠে কুরআনের আওয়াজ উচ্চারণ করেছেন, সেই কণ্ঠনালীতে ফাঁসির দড়ি লাগিয়ে তার মৃত্যু কার্যকরের আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্তরে এক সীমাহীন শক্তি অনুভব করলাম কুরআনের সে আয়াত স্মরণ করে, "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।" আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সত্যের বিজয় হবে এবং আল্লামা সাঈদী আবারো কুরআনের ময়দানে ফিরে আসবেন-ইনশাআল্লাহ। (মতিউর রহমান আকন্দ)

শহীদের রক্তে ভেজা জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে ইনশাল্লাহ : আল্লামা সাঈদী

দৈনিক নয়াদিগন্ত : ১৯ আগস্ট'১৩, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির, প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে তার আইনজীবীরা শনিবার সাক্ষাৎ করেন। আইনজীবীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মতিউর রহমান আকন্দ, মশিউল আলম, মোহাম্মদ ইউসুফ ও আবু বক্কর সিদ্দিক। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে মাওলানা সাঈদীর ফাঁসির দন্ডের বিরুদ্ধে আপিল মামলার শুনানির দিন ধার্য রয়েছে। আপিল প্রস্তুতির জন্য মাওলানা সাঈদী আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন নজির তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আইনি জবাব দেয়ার জন্য আইনজীবীদের পরামর্শ দেন। মাওলানা সাঈদী দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পত্রিকা পাঠ করে দেশের ক্রম অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশের মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন পত্রিকার পৃষ্ঠায় খুন, ধর্ষণ ও চাঁদাবাজির খবর দেখে আমি হতবাক। পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরেও সরকার ধর্মপ্রাণ মানুষ, জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের কর্মীদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আল্লামা সাঈদী পুলিশের গুলিতে নিহত শিবিরকর্মী খলিলুর রহমান ও জামায়াতকর্মী সোলাইমানের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, জানি না এই রক্তের প্রবাহ কবে বন্ধ হবে। আমি বিশ্বাস করি, শহীদের রক্তে ভেজা বাংলার জমিনে আল্লাহর দ্বীন অবশ্যই বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্। মাওলানা সাঈদী আরো বলেন, দুনিয়ার কোনো জালেম সরকারই জুলুম চালিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে পারেনি। এ সরকারও পারবে না। তিনি বলেন, আমি সর্বদাই বলে আসছি শাহাদতের মৃত্যু এক মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি শহীদী মৃত্যু কামনা করি। আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের কবল থেকে আল্লাহ জামায়াত নেতৃবৃন্দকে হেফাজত করবেন এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দ জনতার কাতারে ফিরে গিয়ে ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন ইনশআল্লাহ্। তিনি বলেন, দুনিয়ার জৌলুশ-সম্পদ-প্রতিপত্তি, দাম্ভিকতা ও ক্ষমতার বাহাদুরি ফেরাউনের পতন ঠেকাতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা তার গর্ব-অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহর সৈনিকদের হাতে ফেরাউনের পতন হয়েছিল। এই জালেম, অত্যাচারী, গণবিচ্ছিন্ন, স্বৈরাচারী, গণহত্যাকারী শাসকেরও ইসলামের সৈনিকদের নিকট পরাজয় বরণ করতে হবে। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, মিথ্যার পতন অনিবার্য।

ক্ষোভ থেকে বিক্ষোভ, বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, মিসর

মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি

অবিলম্বে ফাঁসির আদেশ প্রত্যাহারের আহবান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষণায় ২৮ ফেব্রুয়ারীর দুপুরে মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছে মিসরীয় ছাত্ররা অবিলম্বে ফাঁসির আদেশ প্রত্যাহারের আহবান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসির রায় ঘোষণার বিরুদ্ধে ২৮ ফেব্রুয়ারীর দুপুরে পৃথিবীর প্রাচীন মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছে মিসরীয় ছাত্ররা। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ইমাম আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সাঈদ আল জায়েদ সমাবেশে বলেন, যারা আলেমদের ফাঁসিতে ঝুলায় তারা মুরতাদ। সারা দুনিয়া তাদের ঘৃণা করে। আযহার তাদের বিরুদ্ধে অচিরেই ব্যবস্থা নিবে ইনশাআল্লাহ। তবে সরকার যদি এই আদেশ বাতিল না করে তাহলে আগামীতে আরব বসন্তের ন্যায় সারা মুসলিম বিশ্ব এক হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

সমাবেশে কয়েকশ মিসরী ছাত্রদের পাশাপাশি **মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চায়না, আল জেরিয়া, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, জর্ডান, ভারত-পাকিস্তানসহ** অনেক দেশের ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে মালয়েশিয়ার মেধাবী ছাত্র জাবেদ আল হুবালী, নাইজেরিয়ার সাঈদ আল আসাদ, বাংলাদেশের সাদেকুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মিসরের আবু আহমদ আল মাসরী, লিবিয়ার আবু আলাসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সাঈদীর রায় মানি না, জালিম সরকার নিপাত যাক। আল্লাহু আকবর ঈয়াহিয়াল আযহার ইত্যাদি স্লোগান দিতে থেকে। পরে সকল ছাত্র মিলে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন, মানচেস্টার ও বার্মিংহাম

বাংলাদেশ হাই কমিশন ঘেরাও

লন্ডন থেকে কাওসার

বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে যুক্তরাজ্যের তৌহিদী জনতা। তারা এ আদেশকে শতাব্দীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিচারের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেছেন, আওয়ামী ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে এবার শেষ সংগ্রাম শুরু হবে। এ সংগ্রামে কুরআন প্রেমিক সাঈদী ভক্তরা জীবনের বিনিময়ে হলেও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে বক্তারা আরো বলেন, আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত কথিত যুদ্ধাপরাধের একটি অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেনি। রায়ের আগেই সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা ফাঁসি হবে এরকম বক্তব্য দিয়েছেন, যা বৃহস্পতিবার আদালতে দেয়া রায়ে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন প্রেমিক জনতা আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে দেয়া ঘৃণ্য এ আদেশ মানে না।

বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, জমিয়তে উলামা ইউরোপের আমীর আল্লামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন, দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের উলামা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাওলানা মওদুদ হাসান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব এম এ মালিক, সেইভ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ইউরোপের মুখপাত্র ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা, খেলাফত মজলিস ইউকের সভাপতি প্রফেসর মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ।

আরব ইসলামী ফোরাম, মিসর

মিসরজুড়ে আল্লামা সাঈদীর রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ওপর মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসির রায় দেয়ার প্রতিবাদে বাদ জুমা মিসরজুড়ে বিক্ষোভ করেছে সাধারণ সল্লীরা। এছাড়া প্রাচীন আল আযহার মসজিদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে আরব ইসলামী ফোরাম। সমাবেশে মিসরের প্রখ্যাত আলেম ফয়সাল পুরস্কারপ্রাপ্ত আল জামেয়া আল শারিয়ার চেয়ারম্যান ও আল আযহার মসজিদের খতিব আল্লামা প্রফেসর ড. মুখতার মাহদী বলেন, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর সাঈদীকে ফাঁসি দেয়ার রায়ের মাধ্যমে সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তারা আবারাও প্রমাণ করলো যে, তারা ইসলামের শত্রু। কারণ নবীর অপমানের কারণে রাজপথে মিছিল করার অপরাধে যারা পাখির মতো গুলী করে মানুষ হত্যা করে তারা নাস্তিক। তারা মুরতাদ। তারা জাতির প্রকাশ্য শত্রু। আমরা মুসলিম উম্মাহর গায়ে এক ফোটা রক্ত থাকতে কোন অবস্থাতে এই রায় মেনে নিতে পারি না। তাছাড়া যারা আল্লাহ রাসূল ও ইসলাম নিয়ে অপবাদ দেয়, কটূক্তি করে, তাদের ফাঁসি ছাড়া কোন গতি নেই। যে করে হোক তাদের ফাঁসি দিতে হবে। এই জালিম সরকারের টার্গেট শুধু জামায়াতে ইসলামী নয় তারা বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করতে চায়।

সমাবেশে ফিলিস্তিনীর মন্ত্রী আল্লামা শাইখ আলী উসামান আল বাকী, মিসর বিপ্লবের অন্যতম নেতা সালেহ আফিফি, আল আযহার প্রবাসী ছাত্র নেতারাসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। আল আযহার মসজিদ ছাড়া বাদ জুমা কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েস,

ইসমাঈলিয়া, পোর্ট সাইদে বিক্ষোভ করে কয়েক হাজার মুসল্লী। তারা আল্লামা সাঈদীর রায় মানি না, হাসিনা সরকার নিপাত যাক, ফাঁসি দেয়া সরকার ধ্বংস হোক, নিপাত যাক ইত্যাদি স্লোগান দেয়।

যুক্তরাজ্যের ওল্ডহামসহ বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ

আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে দেয়া প্রহসনের রায় প্রত্যাহার করতে হবে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব বরণ্যে আলেমে দ্বীন, পবিত্র কুরআনের খাদেম আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও একতরফাভাবে সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া রায়ের প্রতি ধিক্কার জানাতে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তরাজ্যের ওল্ডহামসহ বিভিন্ন শহরে হাজারো জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। তারা বলেন, এই রায় শুধু আমাদের নয় বিশ্বের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার কলিজায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সমাবেশে বিক্ষুব্ধ জনতা অনতিবিলম্বে এই বিতর্কিত রায় প্রত্যাহার করে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে জনতার মাঝে ফিরিয়ে দিতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। অন্যথায় সরকারকে এর জন্যে চড়া মূল্য দিতে হবেও বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

'কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন', নিউইর্য়ক

সাঈদীর রায় প্রত্যাখ্যান ও গণহত্যার প্রতিবাদে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে স্মারকলিপি

নিউইর্য়ক থেকে সংবাদদাতা

জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে 'কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন'। **শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে প্রহসনের বিচার দেখে লজ্জা পেতেন**

বিশ্ববরেণ্য আলেম জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঘোষিত রায় প্রত্যাখ্যান এবং গণহত্যার প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে 'কোয়ালিশন অফ বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন'। ট্রাইব্যুনালের রায়কে প্রহসন হিসেবে বর্ণনা করে কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নিউইর্য়কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছেও স্মারকলিপি দিয়েছে সংগঠনটি।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত, ১লা মে ২০১৩) কোয়ালিশন অব বাংলাদেশ আমেরিকান এসোসিয়েশন এসব কর্মসূচি পালন করে। প্রচন্ড শীতের মধ্যে মাওলানা সাঈদী ভক্ত উপস্থিতিতে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন

রাইটার্স ফোরামের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরিফ। বক্তব্য রাখেন প্রফেসর কাজী মোঃ ইসমাঈল, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আওয়াল, ব্যবসায়ী মাওলানা আবু ওবায়দা, রাইটার্স ফোরাম অব নর্থ আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক নঈম উদ্দিন, ক্যাবী সংগঠনের নেতা ডা. আজিজ উল্লাহ, ক্রীড়া সংগঠক মনির হোসেন, নারী নেত্রী শাহানা মাসুম, রোকেয়া আখতার ডেইজি, ইসমত আরা প্রমুখ। সমাবেশ পরিচলনা করেন বাংলাদেশী আমেরিকান প্রোগ্রেসিভ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঘোষিত রায় প্রত্যাখ্যান এবং গণহত্যার প্রতিবাদে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে 'কোয়ালিশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন'।

ওয়াটার লিলি সেন্টার, লন্ডন

কুরআনের খাদেমের মুক্তি না দিলে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে

লন্ডন থেকে কাওসার

.....

বিশ্ববরেণ্য মুফাসসিরে কুরআন, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন সমগ্র ব্রিটেনের আলেম-ওলামা ও ইসলামপ্রিয় জনতা। তারা বিশ্ববরেণ্য এ আলেমেদ্বীনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রতিদিনই প্রতিবাদ বিক্ষোভে সমবেত হচ্ছেন। প্রতিটি সমাবেশে আলেম-ওলামাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, মানবাধিকার কর্মীরা আল্লামা সাঈদীর মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেছেন, সাঈদী নিরপরাধ। শুধুমাত্র জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং স্পষ্টবাদী বক্তব্যের কারণে তিনি জালেম সরকারের টার্গেট হয়েছেন। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর অন্য একজন 'দৈউল্যা' সিকদারের অপরাধের দায় নিরপরাধ মাওলানা সাঈদীর ওপর চাপিয়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ। বিশ্বজোড়া সু-পরিচিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ, মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগকে জঘন্য মিথ্যাচার উলেস্নখ করে তাকে নিঃশর্তে অব্যাহতি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন ব্রিটেনের আলেম-ওলামা ও প্রতিবাদী জনতা। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের ওয়াটার লিলি সেন্টার ও ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে আয়োজিত পৃথক দু'টি গণসমাবেশে বক্তারা এ দাবি জানান।

দু'টি সমাবেশেই বক্তারা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে রায় প্রদানের পর প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা আলেম-ওলামার ওপর সরকারি দলের সন্ত্রাসী ও পুলিশ বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এ রকম নৃসংশ বর্বর গণহত্যা এই প্রথম।

ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্ক, লন্ডন

ফ্রি সাঈদী ফেডারেশন

লন্ডন থেকে কাওসার

.....

এদিকে গত বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব লন্ডনের ওয়াটার লিলিতে ফ্রি মাওলানা সাঈদী ফেডারেশনের উদ্যোগে আল্লামা সাঈদীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসির আদেশ প্রদানের প্রতিবাদে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক সহস্রাধিক জনতা সমাবেশে বক্তারা আল্লামা সাঈদীর মুক্তি দাবি জানিয়ে বলেন, সাঈদী গোটা বিশ্বের ইসলামপ্রিয় জনতার হৃদয়ের স্পন্দন। সাঈদীর ক্ষতি করার চেষ্ঠা করা হলে, বাংলাদেশের জনগণ ঘরে বসে থাকবে না। জনগণ এখন প্রতিবাদে সোচ্চার। বন্দুকের গুলীর ভয় দেখিয়ে জনগণের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। বক্তারা সাঈদীকে নির্দোশ উল্লেখ করে বলেন, মাওলানা সাঈদীর কিছু হলে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হবে।

ইটালি, রোম

গ্লোবাল ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইটস

ইতালি থেকে মশিয়ার রহমান মিন্টু, স্টাফ রিপোর্টার

.....

ইটালির রোমে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে ট্রাইব্যুনালের অবৈধ রায় বাতিল করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্সিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেন। তারা ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুরুচিপূর্ণ কেসসা কাহিনী প্রকাশ, কুরআন হাদিস বিকৃত করে দ্বীন ইসলামের ওপর ব্লগারদের নগ্ন হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহবান জানান। ইতিহাসের বর্বরোচিত পুলিশী হামলা চালিয়ে শতাধিক হত্যার ঘটনাকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান। তারা অবিলম্বে ব্লাসফেমী আইন করে শাহবাগী নাস্তিকদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। ইতালি থেকে মশিয়ার রহমান মিন্টু এ কথা জানান।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার ইতালির রাজধানী রোম-এ মানবাধিকার সংগঠন গ্লোবাল ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইটসের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। গ্লোবাল ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি মাহমুদ আহমদ নাঈমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মশিয়ার রহমান মিন্টুর পরিচালনায় বিক্ষোভ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট জাহিদ হোসাইন। বক্তব্য রাখেন রেডিও তেহরানের সাবেক প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং ৮০ দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মাদ

জাহিদ হোসাইন, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ফজলুল করিম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, বি.বাড়িয়া সমিতির নেতা মুজাহিদুল ইসলাম খাদেম, পিয়াচ্ছা ভিত্তোরিও মসজিদের খতিব মাওলানা রুহুল আমিন ও ব্যবসায়ী মীর্জা আবদুল রব প্রমুখ। তিনি বলেন, আল্লামা সাঈদীর সুমধুর কণ্ঠেই টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া তথা সারা দেশের মানুষ ইসলাম জানতে পেরেছিল। মহান এই মুফাসসিরের আলোচনায় প্রকৃত ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবধান বুঝতে পেরেছিল মানুষ। তার আলোচনায় ৬০০'র বেশি অমুসলিম দ্বীন ইসলামের সুমহান দাওয়াত পেয়েছে। ফাঁসির রায় ঘোষণা করে ইসলামপ্রিয় এদেশবাসীর হৃদয় থেকে আল্লামা সাঈদীকে কখনও মুছে ফেলা যাবে না।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলারস, কাতার

ট্রাইব্যুনাল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

.....

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা গোটা বিশ্বের নজরে আসে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলারস সহিংস পন্থায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের দমনে নিন্দা ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করে একটি বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে ওআইসিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অন্যায় আইন বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকতে ও মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। গত ৩ মার্চ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলারস, কাতারের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাবী, সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর ড. আলী আল-করদ আদ্দাগী এ যৌথ বিবৃতি দেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলারস প্রায় ৪১ বছর আগেকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সাথে জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের জড়িত থাকার অপবাদ, বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও সেখান থেকে কিছু নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণাকে গভীর উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে। জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক ও সাধারণ মানুষ রায় ঘোষণার পর আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে প্রচলিত আইন মোতাবেক শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সরকার সহিংস পন্থায় বিক্ষোভ দমন করতে গেলে ৫০-এর অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং নারীসহ অনেককেই গ্রেফতার করে সরকার কোর্টে হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়েছে।

সাদাদ পার্টি, আঙ্কারা, তুরস্ক

অচিরেই আল্লামা সাঈদীকে মুক্তি দিন- মুসলিম ব্রাদারহুড প্রধান ড. বদিই

মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি

.....

সাঈদীসহ জামায়াত নেতাদের মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। গণহত্যা বন্ধ করে অচিরেই আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ জামায়াত নেতাদের মুক্তি না দিলে বাংলাদেশ আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তুরস্কের শক্তিশালী রাজনৈতিক দল সাদাদ পার্টির উদ্যোগে আঙ্কারায় আয়োজিত 'নতুন বিশ্ব ও আরবাকান' শীর্ষক সম্মেলনে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা মুসলিম ব্রাদারহুড প্রধান ড. মুহাম্মাদ বদিই প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোস্তফা কামালেকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পাকিস্তান জামায়াতের আমীর ড. মুনাওয়ার হাসান, ব্রাদারহুডের সাবেক প্রধান মাহদী আকেফ, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সাবেক সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন ফারাজী, আবদুদ্দাইয়ান মোহাম্মাদ ইউনুছ। এছাড়াও সম্মেলনে তিউনিশিয়া, সুদান, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়াসহ প্রায় ১৫০ দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতারা বক্তব্য দেন।

ড. আহমদ তৈয়্যেব চেন্সেলর, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর

বিতর্কিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বাতিল করুন

১০ মার্চ'১৩, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি

.....

বাংলাদেশে চলমান গুম, হত্যা, সহিংসতা বন্ধ এবং অবিলম্বে বিতর্কিত ট্রাইব্যুনালবাতিল করতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও বিশ্বের খ্যাতনামা গ্র্যান্ড ইমাম শাইখুল আযহার ড. আহমদ তৈয়্যেব। গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহবান জানান।

তাছাড়া সম্পূর্ণ নির্দোষ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমে দ্বীন আল্লামা সাঈদীকে দেয়া ফাঁসির রায় বাতিল করে তাকে মুক্ত করে দেয়ার আহবান জানান তিনি।

একমাত্র ধর্ম ইসলাম সব মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করতে পারে। তাই বলে সেই মিছিলে পুলিশ বাহিনী দিয়ে প্রকাশ্যে গুলী করে মানুষ হত্যা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল আযহার সর্বদা বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও জনগণের পাশে আছে। তা ছাড়া আরব বিশ্বসহ সবাইকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান তিনি।

চেম্বার অব কমার্স কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি মাহাথির, নৈরাজ্য বন্ধ করে সংলাপে বসুন

৯ মার্চ'১৩, সংগ্রাম ডেস্ক

.....

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গণহত্যা সম্পর্কে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম বিশ্বের অন্যতম নেতা ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, 'ইংরেজরা বলে, যারা তরবারির সাথে বসবাস করে তারা তরবারির আঘাতেই মারা যায়'। তিনি বলেন, কেউ যদি হত্যা সন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে কোনো কিছু করতে চান তাহলে তারও মরণ হবে ওই একই পদ্ধতিতে। গত ৪-৫ মার্চ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর 'মালয় চেম্বার অব কমার্স মালয়েশিয়া' (এমবিবিএম) আয়োজিত গ্লোবাল মুসলিম কনফারেন্সে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা গোটা বিশ্বের নজরে আসে।

ড. মাহাথির বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, দয়া করে সংলাপে বসুন, নৈরাজ্য বন্ধ করুন। আপনি যখন নৈরাজ্যের পথ ধরবেন অন্যপক্ষও তখন নৈরাজ্যের পথ অবলম্বন করবে। এতে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটবে কিন্তু কোনো কিছুই অর্জিত হবে না। যা অর্জিত হবে তা হচ্ছে, গোটা দেশ অস্থিতিশীল হবে এবং সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে। বাংলাদেশীরা কঠোর পরিশ্রমী এবং অতি বুদ্ধিমান জাতি। কিন্তু যখন দেশে স্থিতিশীলতা থাকবে না তখন দেশের উন্নয়নও হবে না, সাধারণ মানুষ কষ্ট পাবে। যখন সাধারণ মানুষ কষ্ট পাবে তখন তারা ক্ষুব্ধ হবে এবং হত্যা, নৈরাজ্য ও বিদ্রোহে অংশ নেবে। যদি কোথাও সমস্যা থাকে, প্লিজ, সবার সাথে সংলাপে বসুন। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে যদি সরাসরি কোনো পক্ষের সাথে কথা বলা সম্ভব না হয় তাহলে নিরপেক্ষ কাউকে বিচারক মেনে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

টবি এম ক্যাডম্যান (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ)

৮মার্চ'১৩, সংগ্রাম ডেস্ক

.....

আল্লামা সাঈদীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসির আদেশ প্রদানে উদ্বিগ্ন হয়ে টবি ক্যাডম্যানের প্রশ্ন- ফাঁসিই যদি একমাত্র গ্রহণযোগ্য রায় হয় তবে বিচারের দরকার কি? আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ টবি এম ক্যাডম্যান বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া এবং এ নিয়ে সৃষ্ট সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করেছেন, ফাঁসিই যদি একমাত্র গ্রহণযোগ্য রায় হয়, তবে বিচারের দরকার কি? তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিচারের নামে যে অবিচার হচ্ছে, সে ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকার কোনো উপায় নেই। এখন যা প্রয়োজন, তা হলো ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যক্রম স্থগিত রাখা, বিচারক ও প্রসিকিউটরসহ ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের এবং সেই সাথে

বাংলাদেশ সরকার ও অঘোষিত তৃতীয়পক্ষের সিনিয়র সদস্যদের অসদাচরণের মারাত্মক অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক তদন্ত করা। ওপেন ডেমোক্র্যাসি ডট নেট নামের একটি প্রভাবশালী ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তিনি এ মন্তব্য করেন। ক্যাডম্যান বলেন, ২০১০ সালের অক্টোবরে তিনি যখন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসেন, তখন ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে ভিআইপি লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। বিমানবন্দর থেকে তিনি হোটেল সোনারগাঁও ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত যুদ্ধাপরাধের নিরপেক্ষ বিচারবিষয়ক এক সভায় বক্তৃতা করতে। তিনি পুরনো হাইকোর্ট ভবনে স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি (তাদের দু'জন পরে পদত্যাগ করেছিলেন), রেজিস্ট্রারের সাথে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই রাজসিক সম্মান খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। এর পরপরই বাংলাদেশ সরকারের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েন তিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার যেভাবে বিচারপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে, তাতে বলা যায় এর ফলে দেশটি যুদ্ধাপরাধের বিচার করার একটি সুযোগ নষ্ট করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিচারের নামে যে অবিচার হচ্ছে, সে ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকার কোনো উপায় নেই। এখন যা প্রয়োজন তা হলো ট্রাইব্যুনালের বিচার কার্যক্রম স্থগিত রাখা, বিচারক ও প্রসিকিউটরসহ ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের এবং সেই সাথে বাংলাদেশ সরকার ও অঘোষিত তৃতীয় পক্ষের সিনিয়র সদস্যদের অসদাচরণের মারাত্মক অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক তদন্ত করা।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের (ওআইসি)

বিতর্কিত ট্রাইব্যুনাল বাতিল করুন : ওআইসি মহাসচিব

৯ মার্চ'১৩, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি

.....

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর রায় বাতিলের দাবিতে গত কয়েক দিন ধরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর যেভাবে গুলী ও সহিংসতা চালনো হচ্ছে তা বন্ধ করে অচিরেই বিতর্কিত ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবি জানান অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের (ওআইসি) মহাসচিব ড. একমেলুদ্দীন এহসানুগ। গত বৃহস্পতিবার ওআইসি মহাসচিব এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।

তিনি বিবৃতিতে আরও বলেন, বিরোধীদলের ওপর দমন-নিপীড়নের ফলে বাংলাদেশে যে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমরা তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। সেই সাথে অচিরেই জামায়াত সমর্থক সাধারণ নাগরিক এবং পুলিশসহ নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে যে সংঘর্ষ চলছে তা বন্ধের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি, সরকার বিরোধীদলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বার্থে উত্তম পন্থা খুঁজে বের করবে। পুলিশ বাহিনী দিয়ে সহিংসতা এমন চরম আকার ধারণ করেছে যে দেশ এক

অকল্যাণকর রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গত মাসে জামায়াত নেতা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে দেয়া ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে কয়েক হাজার। ১৯৭১ সালে তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না চাইলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের স্বাধীনতা হেফাজতে ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি সবাইকে দেশের সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ও ইসলামী ব্যাংকসহ সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানান।

জন বেয়ার্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কানাডা

বাংলাদেশে সহিংসতা বন্ধে কানাডার আহবান

১০ মার্চ'১৩, স্টাফ রিপোর্টার

.....

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা গোটা বিশ্বের নজরে আসে। বাংলাদেশের চলমান সহিংসতায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কানাডা। গত ৮ই মার্চ, শুক্রবার কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন বেয়ার্ড এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমরা সকল পক্ষকে এই সহিংসতা বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে চলমান সমস্যা নিরসনের আহবান জানাচ্ছি। তিনি মানুষের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিও আহবান জানান। সাধারণ মানুষ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণেরও তীব্র নিন্দা জানান জন বেয়ার্ড।

বাংলাদেশ হাইকমিশন, মালয়েশিয়া

ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে মালয়েশিয়ায় ৪ সংগঠনের বিক্ষোভ

১০ মার্চ'১৩, মালয়েশিয়া সংবাদদাতা

.....

অবিলম্বে ট্রাইব্যুনাল বাতিল ও বিরোধী দলের ওপর পুলিশী হত্যা বন্ধের দাবিতে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ শেষে স্মারকলিপি দিয়েছে মালয়েশিয়ার তৌহিদী জনতা। তারা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির আদেশকে শতাব্দীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিচারের উদাহরণ উল্লেখ করে অবিলম্বে ট্রাইব্যুনাল বাতিলের আহবান জানান।

স্বল্প সময়ের ঘোষণাতেই The Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM), National Association of Malaysian Muslim Students (pkpim), People's Justice Party (pkr), Malaysian Islamic Party (PAS), IKRAM Association Malaysia (IKRAM) উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভে মালয়েশিয়ান নাগরিকদের পাশাপাশি কয়েক হাজার বাংলাদেশী র‍্যালি ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঐ এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। সমাবেশে আবিম-এর কেন্দ্রীয় নেতা

রাইমি রাহিম, পাসের কেন্দ্রীয় নেতা ড. রাজা ইস্কান্দার, পিকেআর-এর রোজান আজেন, ইকরামের সিয়াযলিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি নেতা, মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কুরআনের খাদেম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে আল্লামা সাঈদীর মতো বিশ্ববরেণ্য আলেমেদ্বীনকে ফাঁসি দেয়ার স্বপ্ন আলেম-ওলামা এবং তৌহিদী জনতা পূরণ হতে দেবে না। বিক্ষোভ থেকে দেশপ্রেমিক জনগণকে মিথ্যা ও প্রহসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানানো হয়। বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাঈদীর রায়ের বিরচদ্ধে প্রতিবাদে শাহাদাত বরণকারীদের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

টাওয়ার হেমলেটস, লন্ডন

কোন নাটকই সরকারকে জনগণের ঘৃণা ও ক্ষোভ থেকে রেহাই দিবে না

১৩ মার্চ'১৩, লন্ডন থেকে কাওছার

.....

গত ১১ই মার্চ সোমবার বাদ যোহর লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হেমলেটস এ ১৮ দলীয় জোট যুক্তরাজ্য শাখার বিশাল গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গণহত্যা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর অবমাননার প্রতিবাদে লন্ডনের রাজপথে বিশাল গণ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ১৮ দলীয় জোট যুক্তরাজ্য শাখা। হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে ব্রিটেনের ইতিহাসে ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের এত বড় মিছিল আর কখনও দেখা যায়নি। মিছিলটি লন্ডনের রাজপথে যেমন ব্রিটিশ ইউরোপিয়ানদের নজর কেড়েছে, তেমনি বাংলাদেশে সরকারী বাহিনীর চলমান নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের ম্যাসেজ হিসেবে অভিহিত করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

গত সোমবার বাদ যোহর লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হেমলেটস্ অনুষ্ঠিত মিছিলটি ছিলো শান্তিপূর্ণ। সরকারের সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নির্যাতন, নিপীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত এ মিছিল যখন গুরচত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করছিল তখন উৎসুখ সাধারণ জনগণ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে মিছিলকারীদের শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গেছে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় সমগ্র ব্রিটেনের বিভিন্ন সিটি থেকে ১৮ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী মিছিলে এসে যোগদান করেন। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতার এ দৃশ্য ছিলো চোখে পড়ার মত। আলতাব আলী পার্ক থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ব্রিকলেন-হ্যানব্যারী স্ট্রিট ব্যালান্স রোড হোয়াইট চ্যাপল মেইন রোড হয়ে আবার সেখানে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। মুফতি ছদর উদ্দিন আল্লামা সাঈদীর মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, সাঈদীকে যারা যুদ্ধাপরাধের

অপবাদ দিচ্ছে তাদের নোংরা খেলা জনগণ বুঝে গেছে। সাঈদী নিরপরাধ। গোটা বিশ্বের ইসলামপ্রিয় জনগণ আল্লামা সাঈদীর পক্ষে। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি না দিলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এর দায় সরকারকে নিতে হবে। তিনি আল্লমা সাঈদীর মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, সাঈদীর কিছু হলে আওয়ামী লীগের কবর হয়ে যাবে।

হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, জাতিসংঘ

মনিটরিংয়ে পুলিশী আচরণ জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশ পুলিশ বাদ পড়তে পারে

১৫ মার্চ'১৩, নিউইয়র্ক থেকে এনা

.....

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুলিশের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের পুলিশকে বাদ দেয়া হতে পারে বলে উদ্বেগজনক একটি সংবাদ গত বুধবার বাজারে আসা সাপ্তাহিক ঠিকানায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা এবং নীতি-নৈতিকতা জাতিসংঘসহ বিশ্ব মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের নজরে এসেছে বলেও অনুসন্ধানী এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। 'জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশের পুলিশ প্রত্যাহার হতে পারে' শীর্ষক ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, 'জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটসের সাথে সংশ্লিষ্টদের অনেকেই পুলিশের জন্য মানবাধিকার সম্মত আচরণ বিধির নিরিখে বাংলাদেশের পুলিশের আচরণ ও তাদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুলিশের আচরণ ভয়াবহ।'

জাতিসংঘ হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটসের উচ্চ পর্যায়ের এক কর্মকর্তা ঠিকানাকে বলেন, দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশের পুলিশের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাধারণ জনগণের ওপর গুলীবর্ষণ, কয়েকদিনে শতাধিক বেসামরিক লোক ও কতিপয় পুলিশ সদস্যের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের আচরণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিক্ষোভ দমাতে পুলিশের আচরণ জাতিসংঘের **'হিউম্যান রাইটস স্ট্যান্ডার্ড এন্ড প্র্যাকটিস ফর দ্য পুলিশ'** গাইডের কী কী ধাপ লঙ্ঘিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাইড বুকের যে সব ধারা গুরুত্ব পাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে, ১. ইউজ অব ফোর্স বা শক্তির প্রয়োগ, ২. একাউন্টেবিলিটি ফর দ্য ইউজ অব ফোর্স এন্ড ফায়ার আর্মস বা শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে জবাবদিহিতা, ৩. পারমিসিবল সারকামস্ট্যান্সেস ফর দ্য ইউজ অব ফায়ার আর্মস বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অনুমোদিত প্রেক্ষাপট, ৪. প্রসিডিউর ফর দ্য ইউজ অব ফায়ার আর্মস, বিফোর ইটস ইউজ এন্ড আফটার ইউজ অর্থাৎ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আগে ও পরে প্রক্রিয়া এবং ৫. হিউম্যান রাইটস স্ট্যান্ডার্ড বা মানবাধিকার বিবেচনার মাপকাঠি ইত্যাদি।

ভারতীয় 'আউটলুক'-এর রিপোর্ট

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো জামায়াত ধর্মীয় কারণে কোন সংখ্যালঘুর বিরচদ্ধে নয়

১৮ মার্চ'১৩, সংগ্রাম ডেস্ক

.....

এসএনএম আবদি। ভারতের প্রখ্যাত সম্পাদক, লেখক, কলামিস্ট ও রেডিও-টিভি ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রভাবশালী ম্যাগাজিন আউটলুক ইন্ডিয়ার অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত ''বাংলাদেশ : জামায়াতে ইসলামী : দ্য মনস্টার ব্রিথস এয়ার'' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোন হিন্দুকে হত্যা করে না। বরং সততার সাথে বলতে হয়, ভারতে হিন্দুত্ববাদী কিছু সংগঠনের হাতে মুসলমানরা যেভাবে নিয়মিত টার্গেটে পরিণত হচ্ছে। সেখানে জামায়াত নিষ্ক্রিয়। তিনি এক্ষেত্রে জামায়াতের প্রশংসা করেন এবং বলেন এ দল সম্পর্কে এটাই সরল সোজা সত্য কথা।

তিনি বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, মানবতাবিরোধী আদালতের বিচার, শাহবাগ চত্বরের আন্দোলন এবং জামায়াতের নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরচদ্ধে ফাঁসির আদেশের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং বলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ এ রাজনৈতিক উন্মাতাল পরিস্থিতিতে কমপক্ষে ৮৪ জন মানুষ নিহত হয়েছে। নিহতের বেশির ভাগই জামায়াত সমর্থক। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাই এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তিনি লিখেছেন, ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় কোন কূটনীতিক অথবা হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন নেতা মনে করতে পারলেন না যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শুধু ধর্মীয় কারণে কোন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে।

ওমর বিন খাত্তাব অডিটোরিয়াম, রওদা, কুয়েত

অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করুন -ড. আদেল জাসেম আল দামখী

১৫ মার্চ'১৩, প্রেস বিজ্ঞপ্তি

.....

সাঈদীর মুক্তির দাবিতে সাঈদী মুক্তি পরিষদ কুয়েত'র উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা রওদা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সাঈদীর মুক্তির দাবিতে আল্লামা সাঈদী মুক্তি পরিষদ কুয়েত'র উদ্যোগে গত ৮ মার্চ এক সভা ওমর বিন খাত্তাব অডিটোরিয়াম রওদায় অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ আল আজহারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কুয়েত মানবাধিকার সংস্থার চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য ড. আদেল জাসেম আল দামখী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কুয়েতের বৃহত্তর সামাজিক সংস্থা জমিয়াতুল ইসলাহ আল-ইজতিমাঈ'র কর্মকতা ড. সোলাইমান আল সাত্তী। এতে আরো বক্তব্য রাখেন কুয়েতের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকবৃন্দ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের গণহত্যা, জুলুম নির্যাতন অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং গণহত্যার যে চিত্র মিডিয়ায় দেখা গেছে তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং অবিলম্বে তা বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবি জানান।

বিশেষ অতিথি বলেন, যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর দ্বীনকে মুছে ফেলার জন্য নানা কৌশল, অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে। মিসরে ৪২ বছর পর্যন্ত তা করেছে। কিন্তু তারা আল্লাহর দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারিনি। ধৈর্য্য ও ঈমানী শক্তি দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আহবান জানান এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে গণহত্যায় গভীর শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানান। বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক ছকে মানবাধিকারী বিচারে রায়ের মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংস ও জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে। অবিলম্বে বিতর্কিত ট্রাইব্যুনাল বাতিল করে গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ,আলেমে দ্বীন, পেশাজীবী ও বিশিষ্টজনসহ হাজার হাজার বাংলাদেশী প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্ক, লন্ডন

ইসলাম বিরোধী আওয়ামী লীগকে বিদায় না দিলে বাংলাদেশে অশান্তি বাড়বেই

১৯ মার্চ ২০১৩, লন্ডন থেকে কাওসার

.....

ইউরোপের আমীর আল্লামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন বলেছেন, ইসলাম বিরোধী আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যতবারই এসেছে ততবারই দেশে হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, দুর্নীতি, লুটপাট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এদেরকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিদায় না জানালে ইসলামপ্রিয় জনতার এদেশে অশান্তি বাড়বেই। মুফতি ছদর উদ্দিন বলেন, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে আল্লাহ এবং রাসূল (স.)-এর অসম্মান করে কোন ইসলাম বিরোধী রেহাই পায়নি। কিন্তু বাংলাদেশেই একমাত্র রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে। তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, যে ঈমানদাররা মৃত্যুকে ভয় পায় না তাদের হত্যা করে ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখবেন না। তৌহিদী জনতার এ জাগরণ আপনাদের পাতানো জাগরণকে নিঃশেষ করে দেবে।

তিনি গত ১৫ মার্চ পূর্ব লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে ১৮ দলীয় জোট যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে সভাপতির বক্তব্য রাখছিলেন। ফ্রি সাঈদী ফেডারেশনের সেক্রেটারি কমিউনিটি নেতা আখতার হোসেন কাওসার এর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মুয়িদুর রহমান, আবুল হাসনাত চৌধুরী, এডভোকেট আব্দুল মতিন, কমিউনিটি নেতা নূর বক্স, ওলামা দলের আহবায়ক মাওলানা শামীম আহমদ প্রমুখ।

ঐতিহাসিক আল-আযহার মসজিদ, মিসর

আল্লামা সাঈদীর মুক্তি দাবি মিসরে হাজার হাজার বাংলাদেশী ছাত্রের বিক্ষোভ

১৬ মার্চ'১৩, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি

.....

মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কটূক্তিকারীদের ফাঁসি ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে ১লা মার্চ বাদ জুমা মিসরের ঐতিহাসিক আল-আযহার মসজিদে বিক্ষোভ করেছে আল-আযহার ও কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা। মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (স)কে কটূক্তিকারীদের ফাঁসি ও আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে গতকাল বাদ জুমা মিসরের ঐতিহাসিক আল-আযহার মসজিদে বিক্ষোভ করেছে আল আযহার ও কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা। তাদের সাথে আরব ইসলামিক ফোরাম, আল্লামা সাঈদী মুক্তি পরিষদ ও প্রবাসী কর্মজীবীসহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। বিক্ষিপ্ত তাওহীদি জনতা রাসূলকে কটূক্তিকারীদের ফাঁসি চাই, ট্রাইব্যুনাল বন্ধ কর, ফাঁসি হুকুমদানকারী সরকার নিপাত যাক, জীবন যাবে তবু আল্লামা সাঈদীর মুক্তি চাই। যাদের পাখির মতো গুলী করে রাজপথে হত্যা করা হয়েছে তাদের ছবি, নাস্তিক নামের নষ্ট যুবকদের ফাঁসি সম্বলিত ব্যানার আর জামায়াত নেতাদের ছবি নিয়ে বিক্ষোভ করে। জুমার নামায শেষ করেই পৃথিবীর প্রাচীন আল আযহার ও কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্ররা এবং রাজধানী কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া পোর্ট সাঈদ, শুবরয়াল খিমা, মার্গ জাদিদ, আবু রাওয়াস, কুবরি খাশাবসহ বিভিন্ন এলাকার কয়েক হাজার সাঈদীভক্ত বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন ফিলিস্তিন মুক্ত পরিষদের বিপ্লবী সভাপতি ওসামা আয়েজ আল-আরব, মাওলানা আবু তাহের, মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মাদ নোমান, মাহবুবুর রহমান ছাড়াও আরব ইসলামিক ফোরাম ও আল্লামা সাঈদী মুক্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

ড্যান ডব্লিউ মজিনা, মার্কিন রাষ্ট্রদূত

আমেরিকা চায় অংশগ্রহণমূলক অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন -ড্যান মজিনা

২৪ মার্চ'১৩, স্টাফ রিপোর্টার

.....

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেম (আইবিএফবি)-এর অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা বলেছেন, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের প্রেক্ষিতে যে সহিংসতা দেখা দেয় তা বন্ধ করে নির্বাচনের সুন্দর ক্ষেত্র তৈরিতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আমেরিকা চায় বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হোক সকল দলের অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য। একই অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র আজ সমাহিত। এদেশে এখন 'দলীয় গণতন্ত্র' চলছে। ২৩ মার্চ শনিবার সকালে রাজধানীর পাঁচতারা হোটেল সোনারগাঁওয়ের ব্যালকনি কক্ষে আয়োজিত সাধারণ সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্যকালে তারা এ কথা বলেন। আইবিএফবি সভাপতি হাফিজুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, আইবিএফবির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো বাংলাদেশকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। গণতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ কখনোই শেষ হয় না, গণতন্ত্র একটি চলমান প্রক্রিয়া। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্র শেষ হয়ে যায় না, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ড্যান মজিনা বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারলে বাংলাদেশ পরবর্তী 'এশিয়ান টাইগার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের সম্পদের কোনো অভাব নেই।

হোয়াইট হাউজ, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র

গণহত্যায় শেখ হাসিনার বিচার দাবি করে বারাক ওবামাকে স্মারকলিপি

২২ মার্চ'১৩, ওয়াশিংটন থেকে সংবাদদাতা

.....

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশে গণহত্যার দায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবি করে হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি। বাংলাদেশে গণহত্যার দায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবি করে হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীরা। সমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দেয়ার দাবি জানিয়েছে নেতা-কর্মীরা। এছাড়াও তারা গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনে সরকার প্রধান শেখ হাসিনার বিচারের দাবি করে স্মারকলিপি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বরাবরে ও স্টেট ডিপার্টমেন্টে হস্তান্তর করা হয়। গত ১৭ মার্চ ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একাংশের নেতা শরাফত হোসেন বাবু ও বেলাল মাহমুদের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিএনএন অফিস, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র

প্রতিনিয়ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন করছে

২২ মার্চ'১৩, ওয়াশিংটন থেকে সংবাদদাতা

.....

গত ১৭ মার্চ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সিএনএন অফিসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে মানবাধিকার নেতা হাবিবুল ইসলাম লিটন বলেন, বাংলাদেশ সরকার মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের কোন মানুষের নিরাপত্তা নেই। প্রতিনিয়ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন করছে। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বাংলাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা গোটা বিশ্বের নজরে আসে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন, মোহাম্মদ মামুন শরীফ ও মুহাম্মদ ফাহিমুজ্জামান শাকিল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে মানবাধিকার লংঘনের ডকুমেন্ট সিএনএন এর কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার বাস্তব পরিস্থিতির ওপর সংবাদ প্রচার করে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার অনুরোধ জানান নেতৃবৃন্দ।

বার হিউম্যান রাইটস, ইংল্যান্ড

ত্রুটিপূর্ণ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম স্থগিত কর -স্টিফেন জের্যাপ

২৩ মার্চ'১৩, স্টাফ রিপোর্টার

.....

যুক্তরাজ্যের আইনজীবীদের সংগঠন বার হিউম্যান রাইটস কমিটি অব ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বাংলাদেশে ত্রুটিপূর্ণ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম স্থগিত করার আহবান জানানো হয়। বলা হয়, এই প্রক্রিয়াকে ন্যায়বিচারের মানদন্ডে উন্নীত করতে চাইলে বাংলাদেশের উচিত আন্তর্জাতিক সহায়তা চাওয়া। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে স্কাইপি কেলেঙ্কারির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়। হাউস অব কমন্সের একটি কমিটির কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ দাবি জানানো হয়। এতে অংশ নিয়ে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিফেন জের্যাপ বিচার কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার-প্রক্রিয়ায় যেসব ত্রুটি ঘটেছে, সেগুলো সংশোধনের সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইতোমধ্যে যেসব মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে, সেগুলোর দুর্বলতাগুলো সুপ্রিম কোর্ট সংশোধন করতে সক্ষম হবেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান লর্ড অ্যাভবেরি বলেন, এই বিচারের বিষয়টিকে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ করা হলে তা হবে একটি ঘৃণ্য কাজ।

গত ১৮ মার্চ সোমবার রাতে বার হিউম্যান রাইটস কমিটি অব ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের আয়োজনে **হাউস অব কমন্সের** একটি কমিটির কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ওপর আলোকপাত' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান লর্ড অ্যাভবেরি। বক্তব্য দেন বার হিউম্যান রাইটস কমিটি অব ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের প্রধান **কার্স্টি ব্রিমলো কিউ সি**, ওই সংগঠনের কর্মকর্তা **সোনা জলি**, অভিযুক্ত ও দন্ডপ্রাপ্তদের ব্রিটিশ আইনজীবীদের অন্যতম **জন ম্যাককিনন**, মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কর্মকর্তা **ক্লাইভ বাল্ডউইন** এবং লর্ডসভার সদস্য বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত **ব্যারনেস মঞ্জিলা পলাউদ্দিন**।

ব্যারনেস পলাউদ্দিন বলেন, এই বিচার বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে মানবাধিকার সংগঠকদের উদ্বেগের বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর ও সংসদীয় সহযোগিতা ফোরামে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন।

ইড হিউজিক, সরকার দলীয় হুইপ, অস্ট্রেলিয়া

রাজনৈতিক সংকট ও যুদ্ধাপরাধ বিষয় নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সংসদে আলোচনা

২৪ মার্চ'১৩, সামছুল আরেফীন

.....

বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে বিশ্বেও তৌহিদী জনতা। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও যুদ্ধাপরাধ বিষয় নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সংসদেও কথা বলেছেন সরকার দলীয় হুইপ ইড হিউজিক। গত ১৮ মার্চ এক মোশনে তিনি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সহিংসতা ও মানবাধিকার লংঘন, ব্যাপক প্রাণহানি ও হতাহতের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা বন্ধে সংযত আচরণ করার আহবান জানান।

ইড হিউজিক এর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, পার্লামেন্টের মোশনে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের অনেক মানুষ তাদের দেশ ত্যাগ করে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছে। বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ানরা আমাকে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে। বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সংঘঠিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিন পর এই বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। আমার কাছে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহে ১৪০ জনের মতো মানুষ গুলীতে মারা গেছে, বিরোধী দলের ২৫,০০০ ও বেশি নেতা-কর্মীর বিরচদ্ধে মামলা ও গ্রেফতার

হয়েছে। এখানেই আমার গভীর উদ্বেগ, কেননা এ অবস্থায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই অবস্থায় আমি সকল রাজনৈতিক দলকে সংযত হওয়ার আহবান জানাচ্ছি, আর যেন কোনো সহিংসতা না হয় সে দিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

'স্কাইপ কেলেঙ্কারি' ফাঁস করেছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা-ডেইলি নিউ এজ

৩১ মার্চ'১৩, স্টাফ রিপোর্টার

.....

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বহুল আলোচিত 'স্কাইপ কেলেঙ্কারি' ফাঁস করেছে পশ্চিমা একটি গোয়েন্দা সংস্থা। আর্ন্তজাতিক অপরধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. নিজামুল হক ও ব্রাসেলস প্রবাসী ড.আহমেদ জিয়া উদ্দিনের মধ্যে বিচারের বিষয় নিয়ে কথোপকথনের ভিডিও সংলাপ 'স্কাইপগেট'হিসেবে দেশে বিদেশে পরিচিত। এই কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে বিচারপতি নিজামুল হককে ট্রাইব্যুনাল থেকে দায়ভার নিয়ে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। স্কাইপ সংলাপে ট্রাইব্যুনালের কোন মামলার কেমন শাস্তি হবে, কী আদেশ দেয়া এবং মামলা কাঠামোর বিষয়ে দিকনির্দেশনা পেতেন বিচারপতি নিজামুল হক। শুরুতে বিশ্বখ্যাত সাময়িকী 'দি ইকোনমিস্ট স্কাইপি কেলেঙ্কারির বিষয়টি নজরে আনে। এরপর বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক 'আমার দেশ' স্কাইপ সংলাপ বিস্তারিত প্রকাশ করে। কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর জনমনে প্রশ্ন ছিল স্কাইপ সংলাপ ও ই-মেইল কিভাবে ফাঁস হলো? কিভাবে গেলো গণমাধ্যমের হাতে? গত শনিবার ইংরেজি দৈনিক 'নিউ এজ' এই বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গুরচত্ব বিবেচনায় প্রতিবেদনটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে অনলাইন নিউজ পোর্টাল রিয়েল টাইম নিউজ নেটওয়ার্ক (আরটিএনএন)। 'ট্রাইব্যুনালের স্কাইপ ঘটনায় নিজেদের ভূমিকা প্রকাশ আমেরিকার বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার' ডেভিড বার্গম্যান, স্পেশাল রিপোর্টস এডিটর, ডেইলি নিউ এজ।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা বলছে, বাংলাদেশে নিযুক্ত তাদের লোকেরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারক নিজামুল হক এবং বেলজিয়ামভিত্তিক বাংলাদেশী আইনজীবী আহমেদ জিয়াউদ্দিনের স্কাইপে এবং ই-মেইল আলাপের কপি সংগ্রহ করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের 'অপকর্মের ব্যাপারে নজর রাখার' জন্যই তাদের ভাড়া করা হয়েছিল বলে জানায়। এক্ষেত্রে সংস্থাটির জন্য যারা কাজ করেছে বা তথ্য সংগ্রহ করেছে তাদের কেউই কোনো আইন লঙ্ঘন করেনি বলেও দাবি করেছে ওই গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানটি।

সিডনী, অস্ট্রেলিয়া

এমপি ও মন্ত্রী টনি বার্ক এবং ক্যান্টারবারী সিটি কাউন্সিলর মার্ক এ্যাডলার সাম্প্রতিক গণহত্যার তীব্র নিন্দা করেন

.....

"মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে, দুঃশাসনের ইতি টেনে, স্বাধীনতা দিবসের উদ্দীপনায় হই উজ্জীবিত" এই স্লোগানের মাধ্যমে গত ৩১ শে মার্চ রোববার সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে "আমরা বাংলাদেশী" নামে সকল বাংলাদেশীর মিলে আয়োজন করেছিল দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানমালার। শিশু-কিশোর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যান্ড গ্রুপের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত ছিল এই অনুষ্ঠানমালা। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এমপি ও মন্ত্রী টনি বার্ক এবং ক্যান্টারবারী সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর মার্ক এ্যাডলার।

টনি বার্ক এমপিসহ অন্যান্য আলোচকবৃন্দ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সাম্প্রতিক গণহত্যার তীব্র নিন্দা করেন এবং তারা মত প্রকাশ করেন যে বর্তমান সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির আদেশেরও নিন্দা করা হয়। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানমালা পরিচালনা করেন মোঃ হাশমতুল্লাহ খোকন, শফিকুল হক ও শিবলী আব্দুল্লাহ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল

প্রত্যেকটি হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং দ্রুত তদন্ত হতে হবে

৩১ মার্চ'১৩, স্টাফ রিপোর্টার

.....

বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের রায়ের ফলে সৃষ্ট সহিংসতা বন্ধের আহবান জানিয়েছে জাতিসংঘের একটি বিশেষজ্ঞ দল। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, সংখ্যালঘু নির্যাতন, বাকস্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, আইন এবং বিচারকসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চলমান সংঘর্ষ বন্ধের আহবান জানান। জাতিসংঘের ওয়েব সাইটে দেয়া প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে ২০১০ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়কে কেন্দ্র করেই সহিংসতার সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধী, গণহত্যা, ধর্ষণ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন আল্লামা

দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বিচার কাজ চলছে এই ট্রাইব্যুনালে। এই রায় এবং এর পরবর্তী ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক সপ্তাহে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৮৮ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে শতাধিক।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলায় জাতিসংঘ উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার সমালোচনা করে সংখ্যালঘু বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান হেইনার বেলেফেল্ড বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। অপর বিশেষজ্ঞ র্যাংকুয়েল রোলনিক বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির অতীত ইতিহাসে এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সরকারের উচিত সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় পর্যায়ের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

আমাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবেন না

৫ আগস্ট, ২০১৩, দৈনিক নয়াদিগন্ত

.....

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অপহরণের শিকার সাক্ষী সুখরঞ্জন বালী ভারতের সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়ে অনুরোধ করেছেন তাকে যেন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো না হয়। তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হলে বর্তমান সরকার তাকে গায়েব করে ফেলবে বলে তিনি আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন কোর্টকে। গত শুক্রবার ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে সুখরঞ্জন বালীকে হাজির করা হলে তিনি এ অনুরোধ জানান। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক টেলিগ্রাফে এ মর্মে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি স্থগিত করেছে। সুখরঞ্জন বালী ছিলেন মাওলানা সাঈদীর মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রপক্ষ ত্যাগ করে মাওলানা সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গেলে গত বছর ৫ নভেম্বর তাকে ট্রাইব্যুনালের সামনে থেকে অপহরণ করে সাদা পোশাকের লোকজন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। গত ১৬ মে ঢাকার ইংরেজি নিউএজ পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় সুখরঞ্জন বালী ভারতের কারাগারে বন্দী রয়েছেন। তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের সীমান্তে ঠেলে দেয়ার পর ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা তাকে গ্রেফতার করে। নিউএজ এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়, সুখরঞ্জন বালীকে ট্রাইব্যুনালের সামনে থেকে অপহরণের পর ৬ সপ্তাহ আটক রাখা হয়। এরপর তাকে ভারতে পাচার করা হয়।

জাতিসংঘের ওয়েব সাইট প্রতিবেদন

স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে -গ্যাব্রিয়েলা নাউল এবং ক্রিস্টোফ হেন্স

৩১ মার্চ'১৩, স্টাফ রিপোর্টার

আইন বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান গ্যাব্রিয়েলা নাউল বলেন, সরকারের উচিত অতীতের মানবাধিকার আইন ভঙ্গের কারণে নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে গ্যাব্রিয়েলা নাউল এবং ক্রিস্টোফ হেন্স বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে স্বচ্ছ বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন, বিশেষ করে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাস্সীরে কুরআন আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী ও আবুল কালাম আযাদের রায়ের বিষয়ে তারা জানান, একজন পলাতক আসামিকে ফাঁসির রায় দেয়াটা স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থার উদাহরণ হতে পারে না। মিস নাইল ও মি. হেন্স বলেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, অবশ্যই স্বচ্ছ বিচার ও প্রসিডিং এ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

সুখরঞ্জনকে বাংলাদেশে ফেরতের আদেশ ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের

৬ আগস্ট ২০১৩, বাংলাদেশ নিউজ২৪

'৭১-এ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষের সাক্ষী সুখরঞ্জন বালীকে দেশে ফিরে আসার আদেশ দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। সুখরঞ্জন বালীকে যাতে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে না দেয়া হয় এ মর্মে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল তার পরিবার। কিন্তু ওই আবেদন ভারতের কলকাতার আদালত খারিজ করে দেন। মঙ্গলবার কলকাতার হাইকোর্ট বালীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন সুখরঞ্জন বালি

১৩ আগষ্ট'১৩, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষের অন্যতম সাক্ষী সুখরঞ্জন বালি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। খবর বিবিসি। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে তার সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যাতে তাকে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানো হয়, সেই আবেদন জানিয়ে

তিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আবেদন করেছেন। তার পরিবার আর আইনজীবীরা বলছেন, বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তাকে হেনস্তা ও হয়রানি করতে পারে।

তবে কলকাতা হাইকোর্ট বালির ভ্রাতুষ্পুত্রের দায়ের করা ওই একই আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলেছিলেন, বালির পরিবারের ওইসব আশঙ্কার কোনো তথ্যপ্রমাণ তারা দিতে পারেননি।

সুখরঞ্জন বালির বড় ভাইয়ের ছেলে বাসুদেব বালা জানিয়েছেন, তার কাকা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন। তাদের আইনজীবী বলছেন, রাজনৈতিক আশ্রয়ের ওই আবেদনের সঙ্গেই তারা সুপ্রিম কোর্টে আজ যে আবেদন পাঠাচ্ছেন, তাও জুড়ে দিয়েছেন রাজনৈতিক আশ্রয় কেন চাইছেন এর ভিত্তি হিসেবে, তাদের বক্তব্য হিসেবে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনটি আজ জমা পড়বে। তার আইনজীবীরা আশা করছেন, মামলাটি হয়তো এ সপ্তাহেই শুনানির জন্য উঠবে। কলকাতা হাইকোর্ট গত সপ্তাহেই এক আদেশে বলেছিলেন, ২০ আগস্ট পর্যন্ত সুখরঞ্জন বালিকে দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না। কিন্তু তার পরে সংশ্লিষ্ট দফতর সিদ্ধান্ত নেবে কবে, কীভাবে বালিকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

'বাংলাদেশ ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অন দ্য ডক'

কাঠগড়ায় বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল

প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল আল-জাজিরার এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিজেই এখন কাঠগড়ায়। জামায়াতের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী সুখরঞ্জন বালির গুমের ঘটনায় 'বিতর্কিত' যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সততা বা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চ্যানেলটি। আল-জাজিরার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অন দ্য ডক (বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল কাঠগড়ায়)' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে এসব কথা বলা হয়। নিবন্ধে বলা হয়, সাঈদীর মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বালিকে ছয় মাস আগে গুম করা হয়। এখন তিনি ভারতের কারাগারে বন্দী। এ ঘটনায় বিতর্কিত ট্রাইব্যুনালের সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিবন্ধটি এমন সময় প্রকাশিত হলো যখন যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল জামায়াতের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযমের রায় ঘোষণা করছে। সুখরঞ্জন বালিকে গত নভেম্বর ট্রাইব্যুনালের গেট থেকে অপহরণ করা হয়।

অপহৃত হওয়ার আগে সুখরঞ্জন বালীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় যার শিরোনাম ছিল 'ট্রাইব্যুনালে সত্য ঘটনা বলতে চাই'। সাক্ষাৎকারটি এখনও পাওয়া যায় নিম্নবর্ণিত ঠিকানা ও তারিখের আমার দেশ পত্রিকায়।

'ট্রাইব্যুনালে সত্য ঘটনা বলতে চাই'-ভিজিট করুন :

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2012/11/06/171928 AbjvBb emœM Exclusive:
http://bangladeshwarcrimes.blogspot.com/search/label/Abduction%20of%20witness-তেও রয়েছে।
http://www.facebook.com/photo.php?v=4392664776675 ঠিকানায় রয়েছে সুখরঞ্জন বালী সম্পর্কে আরো তথ্য যা পাঠক দেখতে পারেন সহজেই। টিভিতে দেয়া সাক্ষাৎকার রয়েছে।
http://www.facebook.com/photo.php?v=344332122350623 ঠিকানায়। সত্য কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি। তার আগেই তাকে গুম করে দিয়েছে সরকার।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Economist Reports on Shukh Ronjon Bali
http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/11/bangladesh -তে রয়েছে আরো তথ্য।

এ থেকে স্পষ্ট যে প্রকৃত সত্যটা কি তা লুকানোর জন্য সরকার পক্ষ কিভাবে প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবহার করেছে। সত্য বলতে চাওয়া একটি গরীব মানুষকে গুম করে দিয়ে তার পরিবারকে ঘোরতর অন্ধকার অমানিশায় ফেলে দেয়া হয়েছে।

বি:দ্রঃ-এই বইর যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত দৈনিক পত্রিকা থেকে নেয়া

বিশ্ববরেণ্য মুফাসসিরে কুরআন **আল্লামা সাঈদী** কারাগারের কনডেম সেলে বন্দী জীবন যাপন করছেন। বিগত ৫০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ যিনি বিশ্বের অগণিত মানুষের নিকট কুরআনের আহ্বান পৌঁছিয়েছেন যার তাফসীর শুনে বহু সংখ্যক মানুষ আলোর পথের সন্ধান পেয়েছেন, যার বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত কুরআনের মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছে, কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের মানুষ যার কণ্ঠে কুরআনের আহ্বান শুনে হয়েছেন উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, মিথ্যার পতন অনিবার্য।

ভাইরা আমার....
আমার রক্ত যদি বাংলার জমীনে পরে
তাহলে আল্লাহর দরবারে দোয়া থাকলো-
হে আল্লাহ!
সেই রক্ত অভিশাপের বহ্নিশিখা হয়ে
কমিউনিস্টদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার
করে দিয়ে সেখানে যেন কালেমার
পতাকা উড্ডিন করে দেন।

-আল্লামা সাঈদী, চট্রগ্রাম'১৯৮৬

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, কপি করা দন্ডনীয় অপরাধ